অদ্বৈত বেদান্ত (শংকর)

শংকরের মতে সত্তাত্রৈবিধ্যবাদ

জগতের যথার্থ স্বরূপ বোঝাবার জন্য তিনি ত্রিবিধ সত্তার কথা বলেছেন।
তিনি সত্তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন -
১) পারমার্থিক সত্তা - অবাধিত সচ্চিদান্দ স্বরূপ ব্রহ্ম।
২)ব্যাবহারিক সত্তা - ঘট পটাদি জাগতিক বিষয়
৩)প্রাতিভাসিক সত্তা - অধিষ্টানে যা প্রাতিভাত হয় ।

যে সত্তা কালোত্রয়ে অবাধিত অর্থাৎ যা কোন কালেই বাধা প্রাপ্ত হয় না। তাই পারমার্থিক সত্তা । ব্রহ্ম কখনই বাধিত হয় না বলে ব্রহ্ম পারমর্থিক সৎ। (কালোত্রয় -অতীত, বর্তমান, ভবিষৎ)। যে বস্তু একমাত্র ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় অন্য কোন কিছুর দ্বারা বাধিত হয় না তাকে বলে ব্যাবহারিক সত্তা - ঘট,পটাদি। যেটি কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য যেকোন বিরোধী জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় তাই প্রাতিভাসিক সৎ। শুক্তিতে যে রজতের জ্ঞান হয়, সেই রজত ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। তাই শুক্তি-রজত প্রাতিভাসিক সৎ। প্রাতিভাসিক সত্তা একমাত্র ব্যক্তিবিশেষের কাছেই প্রকাশিত হয়, সকলের কাছে নয়। সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই পারমার্থিক। প্রমা জ্ঞানের জাগতিক বিষয় বাবহারিক ও ভ্রমজ্ঞানের বিষয় প্রাতিভাসিক রূপে বেদান্তে স্বীকৃত। এর মধ্যে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তা উভয়ি মিথ্যা, কেননা এরূপ বোধ অধ্যাসজনিত। একমাত্র ব্রহ্মই সৎ ও পারমার্থিক।

জীব -

পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলে ভোক্তা, কর্তা,সীমিত ও অসংখ্য, তবে জীবের ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্ব,জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম হচ্ছে উপাধি।
প্রতিবিম্ববাদ অনুসারে মলিনসত্ত্ব প্রধান অর্থাৎ রজ ও তমগুন প্রধান অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বত ও তার বশীভূত শুদ্ধ আত্মা (চিদাত্মা) বা ব্রহ্ম চৈতন্যি জীব।অবচ্ছেদ্দবাদ অনুসারে জীবচৈতন্য অখন্ড ব্রহ্ম-চৈতন্যের-ই আংশিক প্রকাশ। অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধিমুক্ত জীবকে সাক্ষী বলা হয়। ব্রহ্ম-চৈতন্য যে অবিদ্যাতে প্রতিবিম্ব হওয়ায় জীবকে সাক্ষী বলা হয়। ব্রহ্ম-চৈতন্য যে অবিদ্যাতে প্রতিবিম্ব হওয়ায় জীব বলে প্রতিভাত হয়- সেই অবিদ্যাকে জীবের কারণ শরীর বলা হয়।
মন,বুদ্ধি, দশটি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণের সমষ্ঠিকে বলা হয় জীবের লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ শরীর।

পঞ্চমহাভূত দ্বারা জীবের স্থুল শরীর গঠিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিন্যা দুর হলে জীবের মুক্তির উপলব্ধি হয়।

জীবের মুক্তি

জীবের বদ্ধ অবস্থার জন্য সে নিজাকে জ্ঞাতা,কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। জীবের এরূপ বদ্ধ অবস্থার কারণরূপ অবিদ্যা ও অধ্যাস দুর হলে এবং জীব যে ব্রহ্মসরূপ তার উপলব্ধি হলেই- তাকে মোক্ষ বা মুক্তি বলে । **মুক্তি দুই প্রকার - জীব মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি।**
জীবিত অবস্থায় ব্রহ্মস্বরূপতা উপলব্ধি হচ্ছে জীব মুক্তি। মৃত্যুর পর, স্থুল ও সূক্ষ দেহের বিণাশ হলে, ব্রহ্মস্বরূপতা উপলব্ধি হচ্ছে বিদেহমুক্তি। মুক্ত জীব ব্রহ্ম হয়ে যায়, তবে যেহেতু জীব

স্বরূপতঃ ব্রহ্ম সেজন্য মুক্তি কোন নতুন প্রাপ্তি নয় - এ হচ্ছে প্রাপ্ত অবস্থারই প্রাপ্তির উপলব্ধি। মোক্ষ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি নয়, মোক্ষ বা মুক্তি আনন্দ স্বরূপও বটে।

শংকের মতে মুক্তি লাভের উপায়

শংকরের মতে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানের উপলব্ধি হলে জীবের মুক্তি ঘটে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভই মোক্ষ লাভের উপায় হলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের নিস্কাম সম্পাদনের দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি ঘটলে সাধন চতুষ্টয়=(নিত্যানিতা বস্তু বিবেক, ঐহিক ও পরকালের ভোগে বিরাগ, শম দম প্রভৃতির সাধন এবং মোক্ষলাভের ইচ্ছা) সম্পাদন করতে হবে। তারপর মোক্ষার্থীর শ্রবণ মনন ও নিধিধ্যাসন দ্বারা 'তত্ত্বমসি' 'সবং খল্বিদং ব্রহ্ম ' প্রভৃতি তত্ত্বের তাৎপর্যরে অপরোক্ষ অনুভব হলে ব্রহমবিদ নিজেই ব্রহম হন বা মুক্তি প্রাপ্ত হন।

শংকরের মতে জগৎ

শংকরের মতে জগৎ হচ্ছে ব্রহ্মের বির্বত মাত্র । মায়ার দ্বারা উপহিত ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা বা জগতরূপ বির্বতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ ঈশ্বরেরে কার্য, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা। কারন ব্রহ্মরূপ অধিষ্টানে পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই জগৎ কোন কালেই নেই। অজ্ঞানতা হেতু রজ্জু যেমন সর্পরূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি অনাদি মায়া বা অবিদ্যা হেতু অজ্ঞতা নির্বিশষ ব্রহ্মই জগৎ অনুভবের হেতু হন। মায়াশক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্ম থেকে আকাশ, বাযু প্রভৃতি পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি হয় এবং ক্রমশঃ পঞ্চপ্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় সকল, পঞ্চভূত ও যাবতিয় স্থূল ভূতের সৃষ্টি হয়।

শংকের মতে জগৎ কি মিথ্যা ?

ব্রহ্ম যে অর্থে সৎ সেই অর্থে জগৎ সৎ নয়। আবার আকাশ কুসুম যে অর্থে অসৎ জগৎ সে অর্থে অসৎ নয়। জগৎ এরূপ সৎ ও অসৎ থেকে ভিন্ন, কিন্তু মিথ্যা যেহেতু শুদ্ধ চৈতন্যরূপ, সৎ অধিষ্ঠানের জ্ঞান হলেই জগৎ বাধিত হয় বলে মিথ্যা হয় । কিন্তু জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় । জগৎ যথার্থ সৎনয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান হলে জগৎ যে মিথ্যা, তার উপলব্ধি হয় ।

শংকের মতে মায়া বা অবিদ্যা কি ?

অঘটন - ঘটনপটীয়সী যে শক্তি ব্রহ্মকে আবৃত করে তার উপর জগৎপ্রপঞ্চকে আরোপ করে, অদ্বৈতবেদান্তে তাকে অজ্ঞান, অবিদ্যা বা মায়া বলা হয়েছে।মায়া নিজের ক্রিয়া ব্রহ্মেআরোপ করে বলেই মায়াকে ব্রহ্মের উপাধি বলা হুএছে। মায়া - উপহিত এই চৈতন্য জগৎ - প্রপঞ্চের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ অদ্বৈতবেদান্তে মায়ার স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন - **" সদসদ্ভ্যাম্ , অনির্বচনীয়ম্ , ত্রিগুণাত্মকম্ , জ্ঞানবিরোধি , ভাবরূপম্ , যৎকিঞ্চিৎ "**

১) সদসদ্ভ্যাম্ - বেদান্তমতে ব্রহ্মের অতিরিক্তকোন সৎবস্তু নেই । যা সৎ তা নিত্য । অজ্ঞান পরমসত্তার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয় । সৎ বস্তু কখনো বাধিত হয় না । কিন্তু অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় । জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বিণাশ হয় । ফলে অজ্ঞানকে সৎ বল যায় না ।আবার দৃশ্যমান জগতের বিক্ষেপক অজ্ঞান অসৎ ও নয় । অজ্ঞানের বিষয়ে প্রত্যক্ষানুভব প্রমাণ । রজ্জুতে সর্পভ্রম ইত্যাদি ।

২) অনির্বচনীয়ম্ - যেহেতু অজ্ঞান সৎ, অসৎ ও সদসৎ নয় , সেহেতু অদ্বৈতমতে অজ্ঞান, অনির্বাচনীয় ।যাকে সৎ , অসৎ ও সদসৎ-কোন রূপেই নির্দেশ করা যায় না ,তাই অনির্বাচনীয় ।অজ্ঞান এরূপ সদসদ্‌বিলক্ষণ । সদসদ্‌বিলক্ষণকেই অদ্বৈতমতে অনির্বাচনীয় বলা হয় ।

৩)**ত্রিগুণাত্মকম্ -** অদ্বৈতমতে অজ্ঞান সত্ত্ব , রজঃ , তম এই তিন গুণেরঅধিকারী । এজন্য একে ত্রিজেণাত্মক বলা হয় । অজ্ঞানজন্য যাবতীয় পদার্থেই এই তিন গুন পরিলক্ষিত হয় ।

৪)জ্ঞানবিরোধি - অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধী । জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান অন্তর্হিত হয় ।রজ্জুর সম্যগ্‌জ্ঞানে রজ্জুতে আভাসিত সর্প যেমন বিলুপ্তহয় , সেরূপ জ্ঞানের আবির্ভাবে অজ্ঞান দূর হয় । এই কারণে অজ্ঞানকে জ্ঞানবিরোধী বলা হয়েছে ।

৫)**ভাবরূপম্ -** অজ্ঞান ভাবরূপ ।অজ্ঞানের অভাব -স্বরূপতা নিষেধের জন্যই ভাবরূপত্বের কথা বলা হয়েছে । অজ্ঞান শুধু বস্তুর স্বরূপ আচছাদন করে না , এক বস্তুতে অন্য বস্তুর প্রতিভাসের সৃষ্টি করে । মায়া কেবল অভাবের সূচক নয় , ভাবের ও সূচক , মায়া কেবল অজ্ঞান - সূচক নয় , জ্ঞানসূচকও । মায়ার দুটি দিক আছে - আবরণ ও বিক্ষেপ। প্রথমটি অভাবাত্মক হলেও অন্যটি ভাবাত্মক ।

৫)**যৎকিঞ্চিৎ -** যৎকিঞ্চিৎ বিশেষণের দ্বারা অজ্ঞান যে তুচ্ছ বা অলীক নয় , সেকথাই বলা হয়েছে অজ্ঞান অস্থির ও অনির্বচনীয় কিছু ।

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি ? - শংকের মতে পারমার্থিক দিক থেকে জীব ব্রহ্মস্বরূপ । নিগুণ ব্রহ্মই একমাত্র সৎবস্তু হওয়ায় ব্রহ্ম থেকে পৃথক জীব বলে কিছু নেই । কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব ব্রহ্মের (সগুণ ব্রহ্মের / ঈশ্বর) সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন দুই - ই । অবিদ্যাবশতঃ জীব যে ব্রহ্ম স্বরূপ - তা সে বিস্মৃত হয় এবং নিজেকে জ্ঞাতা , কর্তা , ভোক্তা বলে মনে করে । সেজন্য জীব স্বরূপত ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হলে ও ব্রহ্মের বির্বত বা কার্যরূপে জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন । এই ভেদ ও ব্যবহারিক । ব্রহ্ম ও জীবের ব্যবহারিক ভেদ ব্যাখ্যার জন্য অদ্বৈত বেদান্তে - অবচ্ছেদবাদ , প্রতিবিম্ববাদ ও আভাসবাদ - এই তিন প্রকার মত রয়েছে ।

প্রশ্ন - ১) 'জীব ব্রহ্মই , আর কিছু নয় ' - শংকের এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করো ।

২)মায়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো । অজ্ঞান ভাবমূলক হলে জ্ঞানের দ্বারা তার নিবৃত্তি কিভাবে হবে ?

৩) ঈশ্বর প্রসঙ্গে শংকের মত কি ? তিনি কিভাবে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্য পার্থক্য করেছেন ?